যায়যায়দিন

তারিখ 23 MAR 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

আসন্ন ২০০৮ সনের দাখিল পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠা ব্যাপারে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি মাদরাসা শিক্ষা বে

কল মুসলিম ভাই, মাদরাসা শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের প্রতি ঃ

াসুন আমরা পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ মনোযোগ সহকারে পড়ি

- "তারাই মুত্তাকী, যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে" আল-কোরআন। (২৩ঃ৮)
- "হে ঈমানদারগণ তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর" আল-কোরআন। (১৬ঃ৯১)
- "ধোকাবাজরা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে ধোকা দিচ্ছে না, কিন্তু তারা তা জানে না" আল-কোরআন।
- "তোমরা জেনে-শুনে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না এবং সত্যকে গোপন কর না" আল-কোরআন। (২
- "কিয়ামতের দিন সকল প্রতারকের পতাকা থাকবে যার দ্বারা সে প্রতারকরূপে পরিচিতি লাভ করবে।"-আল-
- "আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা সামান্য কৌশলের সাহায্যে হালাল করতে যেও না"- আল-হাদিস
- "যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়" আল-হাদিস।

কল সচেতন নাগরিকের প্রতি ঃ

- পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসুন।
- নকলের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন।

কেন্দ্র সচিবদের প্রতি ঃ

- কোন ভেন্যু কেন্দ্র থাকবে না।
- কেন্দ্র থাকতে হলে নকল থাকতে পারবে না।
- নকল থাকলে কেন্দ্র থাকবে না।
- কেন্দ্র এবং নকল এক সাথে থাকতে পারবে না।

রীক্ষার্থীদের প্রতি ঃ

- নকল করে বহিষ্কৃত হলে শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চিরত হয়ে যেতে পারে। শিক্ষা জীবন ধ্বংস হওয়ার ফলে কর্মজীবন হতাশা ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।
- পরীক্ষায় নকলকারী সমাজে ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।
- নকল করে পরীক্ষা পাসের দুর্বলতা আজীবন বয়ে বেড়াতে হয় এবং এজন্য কর্মজীবনে পদে পদে লজ্জিত ও হতে হয়।
- ভুয়া পরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে ছাত্র-ছাত্রী কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডি পারে। এর ফলে পরবর্তীকালে চাকুরি ও ব্যবসা বাণিজ্যসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে ভয়ংকর প্রতিবন্ধ সম্মুখীন হতে হবে।

শিক্ষকদের প্রতি ঃ

- পর্যবেক্ষক হিসেবে নকলে সহায়তা প্রদান করলে-
  - ক. বহিষ্কৃত হতে পারেন।
  - খ. বেতন ভাতাদি বন্ধ হতে পারে।
  - গ. চাকুরিচ্যুত হতে পারেন।
- এর ফলে নিজের ও পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়াসহ আর্থিক অনটন সৃষ্টি হতে পারে। ফলে ক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।
- শিক্ষক হিসেবে নকলে সহায়তা করে অভিযুক্ত হওয়া সমগ্র শিক্ষক সমাজের জন্য কলংকস্বরূপ। অপকর্মের দায় যাতে শিক্ষক সমাজের ওপর না বর্তায় সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।
- শিক্ষকতার ন্যায় একটি মহান পেশা কোনভাবেই যেন কলংকিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা সমাজের মহান দায়িত্ব।

নকলে সহায়তা প্রদানকারীর প্রতি ঃ

- পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করলে বা নকলে সহায়তা প্রদান করলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উ দণ্ড হতে পারে।
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন যে কোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা হলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে

নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, কোমলমতি শিক্ষার্থী, সচেতন অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতি আহ্বান আসুন আমর মিলে গুণগত মানসম্পন্ন ও কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে উপহার দেই।

প্রফেসর মোঃ ইউসুফ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাক